



শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি কে?

শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি কে?

ভগবানরে হাতে যে বাঁশি ছিলি সটো কোন সামান্য বাঁশিনিষ., এটা স্বয়ং মা সরস্বতী।

মা সরস্বতী কৃষ্ণের অধরামৃত পান করবো বলে 10 হাজার বছর ধরে মা সরস্বতী কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কঁদে ছিলেন এবং কঠোর তপস্যা করছিলেন। মা সরস্বতীর তপস্থায়, খুশি হয়ে কৃষ্ণ খুশি হয়ে দেখা দিয়ে বললেন-----,

সরস্বতী! বল তুমি কি চাও ? আমি তোমাকে তাই দিবি।

সরস্বতী হাতজোড় করে বলছিলি! হে কৃষ্ণচন্দ্র তোমার অধরে কত সুখা রয়েছে, সটো আমার জানা হলো না। কিন্তু আমি বিদ্যার ভাণ্ডার, বুদ্ধির ভান্ডার, তুমি যে কৃষ্ণ প্রমেণে ধন। তোমার প্রমেণের ভান্ডারে কত সুখামৃত আছে সটো আমি পলোম না। তাই আমি শুধু তোমার অধর সুখা পান করতে চাই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতীকে বলছিলেন----

আমার অধরামৃতের অধিকার একমাত্র রাধারানীর। তাও আমি তোমাকে কথা দিলাম, 10 হাজার বছর ধরে যখন কঁদে কঁদে কঠোর তপস্যা করে আমাকে ডাকলে-আমি তোমাকে অধরামৃত পান করাবো। যখন বৃহস্পতির যজ্ঞ থেকে তুমি বাঁশ রূপ ধারণ করে অংশ অবতার রূপে তুমি অবতীর্ণ হবে। আর সেই বাঁশ 25 পর্ব হবে। সেই 25 পর্ব থেকে 9 পর্ব দিয়ে বসিঁগুর ধনুক হবে। 7 পর্ব দিয়ে শবিরে ধনুক। 5 পর্ব দিয়ে রামের ধনুক। 3 পর্ব দিয়ে অর্জুনের ধনুক। আর 1 পর্ব বাকি থাকবে তাকে আমি তিনটি টুকরো করব এবং তিনটি বাঁশি (1.বনু, 2.বংশী, 3.মুরলী) বানাবো। আর সরস্বতী তুমি বাঁশি রূপ ধারণ করে আমার হাতে থাকবে। আমি তোমাকে হাতে ধরে আমার ঠোঁটে ঠেকেয়ে তোমাকে অধরামৃত পান করাবো।।লোকে জানবে বাঁশি কিন্তু আমি জানব তুমি স্বয়ং সরস্বতী।

বাঁশিকত প্রকার ও কিকি?----- বাঁশি 3 প্রকার। 1.বনু, 2.বংশী, 3.মুরলী।

